খালেদা জিয়ার বড়পুকুরিয়া মামলার অভিযোগ গঠন পেছাল

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১১ আসামির বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলায় অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৭ নভেম্বর ধার্য করেছেন আদালত।

আজ বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) কেরানীগঞ্জ কারাগারে নবনির্মিত ২ নম্বর ভবনে স্থাপিত অস্থায়ী ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-২ এর বিচারক এ এইচ এম রুহুল ইমরান আসামিপক্ষের সময় আবেদন মঞ্জুর করে এ তারিখ ধার্য করেন।

আজ মামলাটি অভিযোগ শুনানির দিন ধার্য ছিল। কিন্তু খালেদা জিয়া শারীরিকভাবে সুস্থ না থাকায় আদালতে হাজির হতে পারেননি। এজন্য তাঁর পক্ষে সময় আবেদন করেন মাসুদ আহম্মেদ তালুকদার। শুনানি শেষে বিচারক সময়ের আবেদন মঞ্জুর করে পরবর্তী অভিযোগ শুনানির এ তারিখ ধার্য করেন।

এ মামলায় আসামি ছিলেন ১৩ জন। জামায়াত নেতা নিজামী ও মুজাহিদের ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে আসামি ১১ জন। সম্প্রতি আরেক আসামি ব্যারিস্টার আমিনুল হক মারা গেছেন।

আসামিরা হলেন খালেদা জিয়া, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী, সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন, সাবেক কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার, সাবেক তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার মো. আমিনুল হক, মো. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হোসাফ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সচিব নজরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার সাবেক পরিচালক মুঈনুল আহসান, সাবেক জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন।

২০০৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি খালেদা জিয়া ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক। শাহবাগ থানায় মামলাটি করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. সামছুল আলম।

প্রতারক সাহেদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দাবি রাষ্ট্রপক্ষের

করোনাভাইরাস টেস্ট নিয়ে প্রতারণার হোতা রিজেন্ট হাসপাতাল ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. সাহেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের মামলায় সর্বোচ্চ শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবি করেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশের আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষ করে এ দাবি করেন ঢাকা মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আব্দুল্লাহ আবু।

রাষ্ট্রপক্ষের যুক্তি উপস্থাপন শেষে সাহেদের আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন শুরু করেন। এ দিন সাহেদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন শেষ না হওয়ায় রোববার পরবর্তী দিন ধার্য করেন আদালত।

পাবলিক প্রসিকিউটর আব্দুল্লাহ আবু গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে বুধবার অস্ত্র মামলায় নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার চেয়েছেন সাহেদ। এই আদালতকেই সাহেদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, আমার কাছ থেকে কোনো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি আদালতের কাছে ন্যায়বিচার চাই।

এ মামলায় ১১ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়েছে।এর আগে গত ২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ সাহেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

গত ৩০ জুলাই ঢাকা চিফ ম্যাট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবি পুলিশের পরিদর্শক মো. শায়রুল আসামি সাহেদের বিরুদ্ধে এ মামলায় চার্জশিট দাখিল করেন।

গত ১৫ জুলাই সাতক্ষীরার দেবহাটা সীমান্ত থেকে অবৈধ অস্ত্রসহ সাহেদকে গ্রেফতার করে র্যাব। তার বিরুদ্ধে দেবহাটা থানায় অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতারের পরই তাকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

গত ৬ জুলাই র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারোয়ার আলমের নেতৃত্বে রিজেন্ট হাসপাতালের উত্তরা ও মিরপুর কার্যালয়ে অভিযান চালানো হয়। পরীক্ষা ছাড়াই করোনার সনদ দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা ও অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছিল এই হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অন্তত ছয় হাজার ভুয়া করোনা পরীক্ষার সনদ পাওয়ার প্রমাণ পায়। একদিন পর গত ৭ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্দেশে র্যাব রিজেন্ট হাসপাতাল ও তার মূল কার্যালয় সিলগালা করে দেয়। রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সাহেদসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ওই দিনই উত্তরা পশ্চিম থানায় নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

২৭ আগস্ট ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েশ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন।

সূত্র- যুগান্তর

মার্চ পর্যন্ত ৩০ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি

দেশে বর্তমানে প্রায় ছয় লাখ টন পেঁয়াজ মজুদ রয়েছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে আরও পেঁয়াজ আমদানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩০ টাকা কেজি দরে আগামী বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত দেশব্যাপী খোলাবাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করবে টিসিবি।

বুধবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে। টিসিবির মাধ্যমে বিপুল পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে। পেঁয়াজ ব্যবহারে সাশ্রয়ী ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পেঁয়াজ না কেনার জন্যও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশবাসীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে।

ভারত থেকে এলসির মাধ্যমে কেনা পেঁয়াজ যেগুলো সীমান্ত পার হওয়ার অপেক্ষায় আছে, সেগুলো দু-একদিনের মধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে বলে জানা গেছে। তুরস্ক ও মিসর থেকে টিসিবির মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি করা হচ্ছে। অল্পদিনের মধ্যে এগুলো দেশে পৌঁছাবে।

মেহেরপুরে আরও ২৭ আনসার সদস্যের প্রত্যাবর্তন

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দ্বিতৃয় পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন আরও ২৭ জন আনসার সদস্য।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে আনসার সদস্যদের বিদায় জানানো হয়। এসময় বিদায়ী আনসার সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় বিদায়ী আনসার সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিরুল ইসলাম।

এ নিয়ে মোট ৫৪ জন আনসার সদস্য নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন

করোনার মধ্যেই পাট রফতানি বেড়েছে

দেশে করোনা ভাইরাস মহামারির মধ্যে রেমিট্যান্স আসার ক্ষেত্রে রেকর্ড হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে রফতানি খাতও। ২০২০-২১ অর্থবছরে গত কয়েক মাসে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রফতানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও গত দুই মাসে পাট খাত থেকে রফতানি আয় বড় আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে ১৯৫.৪ মিলিয়ন ডলার এনেছে। এই সংখ্যাটি এক বছর আগের এই সময়ের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি।

গত অর্থবছরে ৮৮২ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলারে পণ্য রফতানি করে সংকটে পড়া চামড়া খাতকে পেছনে ফেলে তৈরি পোশাকের পরের স্থান দখল করে নিয়েছে পাট খাত। গত অর্থ বছরে চামড়া রফতানি হয়েছিল ৭৯৭ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলারের।

করোনা ভাইরাসের কারণে গেল অর্থবছরে তৈরি পোশাকসহ বড় সব খাতের রফতানি আয়ে ধস নামলেও পাট ও পাটজাত পণ্যের রফতানি আয়ে বরাবরই দেখা গেছে উল্টো চিত্র।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) সূত্রে জানা গেছে, ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বিভিন্ন পণ্য রফতানি করে বাংলাদেশ ৬ দশমিক ৮৭ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে। এর মধ্যে ১৯৫ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার এসেছে পাট ও পাট পণ্য রফতানি করে।

বাংলাদেশ পাট স্পিনারস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি শহীদুল করিম বলেন, করোনা মহামারির মধ্যে গত দুই মাসে পাট রফতানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে রফতানি আয়ও বাড়ছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

আমি আর একটি কথা বলতে চাই । যেহেতু আমি এই কাঁচামালের ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছি, আমাদের দেশে দেশীও পেঁয়াজ বিভিন্ন জেলায় উৎপাদন হয়, এবং সে জেলাগুলি নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণ, ওই জেলাগুলি নির্ধারিত একটি দাম বেঁধে দেওয়া উচিত। ওখান থেকে অন্য জেলায় যে সমস্ত পেঁয়াজ যাবে, তার কষ্টক্যারিং খরচ এবং ব্যবসায়ীদের রুটি-রুজির লভ্যাংশ রেখে, অন্য জেলায় আলাদা দাম নির্ধারণ করা। তাতে করে সব জেলার মাল সব জেলায় যেতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও সুযোগ সুবিধা রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

গত সপ্তাহ থেকে ভারতে পিঁয়াজের দাম বাড়ায় দেশের বাজারেও দাম বেড়ে ৬০ টাকার দেশি পেঁয়াজ ৮৫ টাকা কেজিতে বিক্রি হয় আর আমদানি করা ভারতীয় পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ৪০ টাকা থেকে উঠে আসে ৬০ টাকায়।

পাইকারি ব্যবসায়ী ইয়ারুল ইসলাম জানান, গত এক সপ্তাহ আগে সুখসাগর পেঁয়াজ এর দাম ছিলো ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি দরে তা বেড়ে এখন ৬০ থেকে ৬৫ টাকায়। তিনি আরো জানান চাষীদের কারণে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে চাষিরা আরো বেশি দাম পাওয়ার আশায় এখন পেঁয়াজ বিক্রি করতে চাচ্ছেন না। তাই বাজারে পেঁয়াজ এর সংকট দেখা দিচ্ছে এ কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সোমবার দেশি পেঁয়াজের কেজি বিক্রি করেছি ৬০ টাকা। আজ পাইকারিতে দাম ৮৫ টাকা।

গত বছরও ভারত হুট করে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বেড়েছিল হু হু করে। সেসময় খুচরা বাজারে রেকর্ড ৩০০ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে। এবার পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই দেশের খুচরা বাজারে দাম বাড়তে শুরু করেছে।

তানভীর জানান, দেশী জাতীয় পেঁয়াজ গত এক সপ্তাহ আগে ৫০-৫৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিলো তা এখন বেড়ে ৮০ টাকায়।

গতবার যে খেলা দেখিয়েছে এবারও সেই পেঁয়াজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিফটের প্যাকেট জাত হয়ে সেই গত বারের মতো অবস্থান তৈরি হবে। একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাবে। অন্যদিকে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য সাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বুধবার দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় কমিটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

কী হয় বিদেশে প্রশিক্ষণের নামে

প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা অর্জন, পুকুর-খাল-কূপ খনন, গরুর প্রজনন, আলু ও ধান চাষ শেখা, লিফট দেখা- এ রকম নানা তুচ্ছ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর নিয়ে সমালোচনা আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অহেতুক বিদেশ সফর না করতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা থাকলেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর ও অধিদফতর যেন তা ভুলেই গেছে। সর্বশেষ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে খিচুড়ি রান্না ও বিতরণ পদ্ধতি জানতে ১ হাজার কর্মকর্তাকে পর্যায়ক্রমে বিদেশ সফর করানোর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি প্রস্তাব নিয়ে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অধিদফতরের ওই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর পর তা জানাজানি হয়।

শুধু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরই নয়, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতর থেকে এ রকম আরও অনেক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। এর কোনোটি অনুমোদন পেয়েছে, আবার কোনোটি বাতিল হয়েছে কিংবা সংশোধন করে অনুমোদন

দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, রান্না শেখা, ধান ও আলু চাষ শেখা, লিফট দেখাসহ বিভিন্ন অজুহাতে কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ মূলত সরকারি অর্থের অপচয়। এ ধরনের অবাস্তব, পরিকল্পনাহীন চিন্তাভাবনা বাদ দেওয়া দরকার। তা না হলে কেবল অর্থের অপচয় হবে। জনগণের কোনো উপকার হবে না।

জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘প্রকল্পগুলো যখন পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য যায় কিংবা ক্ষেত্রবিশেষ একনেকে যায় তখনই এগুলো ভালো করে যাচাই-বাছাই করে দেখা উচিত।’ তিনি বলেন, ‘ক্ষেত্রবিশেষ কোনো কোনো প্রকল্পে বিদেশে প্রশিক্ষণ দরকার আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দরকার নেই। সে প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। তবে এ প্রবণতা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত।’

জানা গেছে, ১ হাজার সরকারি কর্মকর্তাকে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাব করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এতে পাঁচ বছরে ১ হাজার কর্মকর্তাকে বিদেশ পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কীভাবে খিচুড়ি রান্না করতে হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় সে বিষয়ে তারা ধারণা নিতে পারবেন। তারা এ ধরনের প্রকল্পের জন্য বাজার থেকে কীভাবে দ্রব্যাদি কিনতে হয়, রান্নার নিয়ম ও তা বিতরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা নেবেন। আর এ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, পরিকল্পনা কমিশন এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তারা বিদেশ সফরের সুযোগ পাবেন। এজন্য প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে প্রস্তাবে।

এর আগে গত বছরের আগস্টে পুকুর খনন শিখতে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ‘ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৬ জন কর্মকর্তাকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর একটি প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নেয়। ১৬ কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণ বাবদ বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা। জনপ্রতি ৮ লাখ টাকা। কূপ খনন শিখতে অন্য আরেকটি প্রকল্পের আওতায় আরও ১৬ কর্মকর্তাকে ইউরোপ বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় একটি দেশে পাঠানো হয়।

একইভাবে বাঁধ পুনরুদ্ধার, তীররক্ষা ও নদী-খাল খননের কৌশল শিখতে আমেরিকা-ইংল্যান্ড গিয়েছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের

অবাস্তব প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণ করা উচিত নয়। সরকারের উচিত হবে এটি বাতিল করা।

যারা এমন অবাস্তব প্রস্তাব দেয় তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা।’ তিনি বলেন, ‘প্রকল্প বাস্তবায়নে যদি সত্যিকার অর্থে জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তবে সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এটি বাস্তবসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যাদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হবে তারা যেন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় তারা প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে না। অথবা অনেকের প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসার পর বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকে না।’

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘সম্প্রতি এমন অবাস্তব বেশ কিছু প্রশিক্ষণ প্রস্তাব পুরো দেশবাসীকে বিব্রত করেছে। অনিয়ম, দুর্নীতি কী ধরনের হয় তার প্রকারভেদ জানার জন্য বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে মিড ডে মিল কীভাবে তৈরি করতে হবে তার প্রশিক্ষণ নিতে কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বিদেশ যেতে হবে এটা হাস্যকর ও অবাস্তব প্রস্তাব। এটা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।’

পুরো ব্যবস্থাপনা দেখতেই প্রশিক্ষণ প্রস্তাব করা হয়েছে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘খিচুড়ি রান্না শিখতে নয়, পুরো ব্যবস্থাপনা দেখতেই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রস্তাব করা হয়েছে।’

সচিব বলেন, ‘প্রকল্পটি এখনো অনুমোদন হয়নি। পিইসি মিটিংয়ে আমাদের কাছে কিছু বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। আমরা জবাব দেব। জবাবে তারা সন্তুষ্ট হলে প্রস্তাবটি একনেকে উত্থাপন হবে।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রিসভায় স্কুল ফিডিং পলিসি অনুমোদিত হয়েছে। এ পলিসির ভিত্তিতে ১৯ হাজার ২৯৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করেছি। ৬৫ হাজার ৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য মিড ডে মিল চালু করতে হবে।

কীভাবে ম্যানেজ করব? সে ম্যানেজমেন্ট দেখার জন্য আসলে যেসব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে সে ব্যবস্থা দেখার জন্য এবং দেশে-বিদেশে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি কমপোনেন্ট রয়েছে সক্ষমতা অর্জনের জন্য। খিচুড়ি রান্না করার জন্য আমরা

কোনো কর্মকর্তা বা আমরা বিদেশে যাচ্ছি না।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, খরচ ৪০ কোটি টাকা!

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। আর তাতে খরচ হবে ৪০ কোটি টাকা। আবার পাঁচ বছরে মাত্র ৯ জনের বেতন ভাতা ৩ কোটি টাকা, আছে বিদেশ ভ্রমণ, সেখানেও লাগবে ৫ কোটি টাকা। এমনই হরিলুটের আয়োজন ‘গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি’ প্রকল্পের ডিপিপি’তে।প্রকল্পের ১ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এমন অনিয়মে শুধু আর্থিক নয়, ক্ষতি হয় সুনামেরও। পরিকল্পনামন্ত্রী মনে করেন, প্রচলিত আইনি কাঠামোর ফাঁক গলেই রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে অনিয়মে অভিযুক্তরা।

দেশের বাজারে ভালো মানের হাত ধোয়ার একটি বেসিনের সর্বোচ্চ মূল্য ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা, পানির পাম্পসহ যার সর্বোচ্চ খরচ ৩৫ হাজার টাকা। অথচ পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনিতে সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটি স্টেশন তৈরিতে ২ লাখ টাকারও বেশি অর্থের প্রস্তাব করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

পানির পাম্পসহ এরকম ১ হাজার ৪২৫টি স্টেশন তৈরির খরচ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা। ডিপিপিতে আচরণ পরিবর্তন আর হাত ধোয়া শেখাতে চাওয়া হয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। পরামর্শকদের পেছনে ২৭ কোটি টাকা, আবার নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে অধিদপ্তর ব্যয় করবে ৭ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প পরিচালক আনোয়ার ইউসুফ বলেন, এজন্যই তো প্ল্যানিং কমিশন আছে, একনেক আছে। আমি যেটা দিলাম সেটাই তো পাস হয়ে যাবে না। অনেক

কিছু মিলিয়েই কিন্তু টাকাটা।

বিদেশি অর্থায়ন হওয়ায়, এ ধরনের প্রকল্পে অনিয়মের আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে ঝুঁকিতে পড়ে রাষ্ট্রের সম্মানও, এমন মত অর্থনীতিবিদদের।

বিশ্বব্যাংক সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, নিয়ন্ত্রণে যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে বিশ্বব্যাংক এসে এগুলো ঠিক করে দেবে, এটা আসলে বাস্তবসম্মত না।

যদিও, মন্দের ভালো হিসেবে, গত ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় ব্যয়ের প্রস্তাবনা নিয়ে আপত্তি তুলে তা ফেরত পাঠিয়ে প্রায় সব খাতে খরচ অর্ধেকে নামাতে বলেছে পরিকল্পনা কমিশন।

প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধে আইনী জটিলতায় হতাশা প্রকাশ করলেন পরিকল্পনামন্ত্রী।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বিধি-বিধান কিন্তু আছে। আপ্লিকেশন প্রায় হয়ই না, এড়িয়ে যায়। আমরা স্বীকার করি এগুলো সহজেই হবে না, সময় লাগবে।

মাস কয়েক আগে সারাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার একই ধরনের একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক। শুধু গোপালগঞ্জের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতে আলাদা একটি প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সংকট নিরসনে সমুদ্রপথে আসছে পিয়াজ

ভারত বাংলাদেশে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করার পর পিয়াজের বাজারে এক অস্তিরতা বিরাজ করছে। গতকাল সকাল থেকে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে পিয়াজ। খুচরা বাজারে পিয়াজ ৯০-১০০ টাকায় বিক্রি হলেও পাড়া-মহল্লায় সেটা ১১০-১২০ টাকা।

অথচ সোমবার দেশি পিয়াজের কেজি ছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা এবং আমদানি করা পিয়াজের কেজি ছিল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা।

পিয়াজের বাড়তি দামে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, বাজারে পিয়াজের সংকট না থাকলেও ইচ্ছে করেই দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে বিক্রেতাদের দাবি, বাজারে পিয়াজের সংকটে দাম বেড়েছে।

এদিকে দেশে পিয়াজের বাজারে সরবরাহ সংকটের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সেপ্টেম্বর শুরু থেকেই মিসর, চীন, তুরস্ক, মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে পিয়াজ আমদানি করছেন ব্যবসায়ীরা।

এ জন্য সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্ভিদ সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টিন দপ্তর থেকে গত সোমবার পর্যন্ত ৯ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি) সনদ নিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার এক দিনেই আরো ১০ হাজার ৭৪২ টন আমদানির অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসছে মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে। আর সব পিয়াজের চালান দেশে আসবে সমুদ্রপথে।

চট্টগ্রাম থেকে সবচেয়ে বেশি ৩ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি নেওয়া ট্রেড ইমপেক্সের ফারুক আহমদ বলেন, ‘অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমি চালানটি আনার চেষ্টা করছি। অনুমতি নেওয়ার এক দিন পর ব্যাংক থেকে ঋণপত্র খুলেছি। জাহাজীকরণের পর চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে ১৪ দিন লাগবে। পাকিস্তান ও চীন দুই দেশ থেকেই বিভিন্ন চালানে পিয়াজ আসবে। জাহাজে তোলার পর বলতে পারব কখন চালানটি দেশে পৌঁছাবে।’

গত বছরও ভারত হুট করে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে বাংলাদেশে পিয়াজের দাম বেড়েছিল হু হু করে। সেসময় খুচরা বাজারে রেকর্ড ৩০০ টাকা কেজি দরে পিয়াজ বিক্রি হয়েছে। এবার পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই দেশের খুচরা বাজারে দাম বাড়তে শুরু করেছে।